তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৮৩০

**সেবা করার লক্ষ্যে রাজনীতি করতে হবে**

 **-- ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

ইসলামপুর (জামালপুর), ৪ আষাঢ় (১৮ জুন):

 ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, মানুষের সেবা করার লক্ষ্যে রাজনীতি করতে হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ইতিহাস এদেশের মানুষের কল্যাণে নিবেদিত সংগ্রামের ইতিহাস। বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া এ সংগঠনের কর্মীরা দেশপ্রেম, শিক্ষা, যোগ্যতা আর আদর্শ দিয়ে এদেশের মানুষকে সেবা করে যাবে। তবেই রাজনীতি করার লক্ষ্য সাধিত হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ জামালপুরের ইসলামপুরে কড়ইতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের গাইবান্ধা ইউনিয়ন শাখার বার্ষিক সম্মেলন-২০২১ এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, রাজনৈতিক কর্মীদেরকে জনগণের সেবক হিসেবে নিজেদের সমর্পণ করতে হবে। তাদেরকে বিপদে আপদে সর্বদা মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, রাজনৈতিক কর্মীদের বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসরণ করে ভোগের মানসিকতা পরিহার করতে হবে। রাজনীতি করে সম্পদ উপার্জন করব - এ চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে হবে। তিনি বলেন, সংগঠনের জন্য শ্রম দিতে হবে, সংগঠনকে কোনো ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যাবে না।

#

আনোয়ার/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২১৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৮২৯

**চলচ্চিত্র অত্যন্ত সময়োপযোগী ও জীবনঘনিষ্ঠ মাধ্যম**

 **-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ আষাঢ় (১৮ জুন):

 সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, বর্তমান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রসারের যুগে চলচ্চিত্র অত্যন্ত সময়োপযোগী মাধ্যম। জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার যথার্থ প্রতিফলন ঘটে বলে এটি সবচেয়ে জীবনঘনিষ্ঠ মাধ্যম বলে সর্বজনবিদিত।

 প্রতিমন্ত্রী আজ বিকালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত ১৮ হতে ২৫ জুন পর্যন্ত আট দিনব্যাপী অনলাইনভিত্তিক 'তৃতীয় বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব ২০২১' এর ভার্চুয়াল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 প্রধান অতিথি বলেন, ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই চলচ্চিত্র নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০১৫ ও ২০১৭ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি দেশের ৬৪ জেলায় একযোগে আয়োজন করে 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব'। প্রতিমন্ত্রী বলেন, ২০১৬ ও ২০১৮ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি দু'বার 'বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব' আয়োজন করে। এরই ধারাবাহিকতায় তৃতীয়বারের মতো এবার আয়োজিত হচ্ছে 'তৃতীয় বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব ২০২১'। এ উৎসব সৃজনশীল সংস্কৃতিকর্মী এবং রুচিশীল দর্শকদের মধ্যে মেলবন্ধন সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে প্রতিমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

 বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ বদরুল আরেফীন, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র গবেষক ও লেখক অনুপম হায়াৎ এবং বিশিষ্ট চলচ্চিত্র ও বিজ্ঞাপন নির্মাতা অমিতাভ রেজা চৌধুরী। স্বাগত বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের পরিচালক আফসানা করিম।

 উল্লেখ্য, এবারের উৎসবে প্রায় চার শতাধিক চলচ্চিত্র জমা হয়। এর মধ্যে উৎসবের জন্য নির্বাচকবৃন্দ ৮১টি স্বল্পদৈর্ঘ্য এবং ৩৮টি প্রামাণ্যচিত্রসহ মোট ১১৯টি চলচ্চিত্র মনোনীত করেছেন। উৎসবে স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উভয়ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র, শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং বিশেষ জুরি মোট ৩টি বিভাগে পুরস্কারের প্রচলন থাকলেও এ বছর আরো চারটি বিভাগ- শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রহণ, শ্রেষ্ঠ সম্পাদনা, শ্রেষ্ঠ শব্দ পরিকল্পনা এবং শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা-পরিকল্পনায় পুরস্কার যুক্ত করা হয়। এবছর পুরস্কারের অর্থমূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে।

#

ফয়সল/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২০৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৮২৮

**বাংলাদেশি ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রফেশনালদের চাহিদা আকাশচুম্বি**

 **-- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ আষাঢ় (১৮ জুন):

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, বিদেশে বাংলাদেশের ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রফেশনালদের চাহিদা আকাশচুম্বি। আমাদের নতুন প্রজন্ম যেখানে সুযোগ পেয়েছে সেখানেই দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছে। বিশ্বের ৮০টি দেশে বাংলাদেশ সফটওয়্যার রপ্তানি করছে।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটি আয়োজিত সাইবার সিকিউরিটি, ডাটা সেন্টার ম্যানেজমেন্ট, ইথিক্যাল হ্যাকিং ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আইসিটি প্রফেশনালদের প্রশিক্ষণ সমাপনী উপলক্ষে আয়োজিত ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 মোস্তাফা জব্বার বলেন, ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার গঠনের পর কম্পিউটারসহ ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশে গৃহীত যুগান্তকারী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেন। এর ফলে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশে এক নতুন যুগের ভিত্তি স্থাপিত হয়। কম্পিউটারের ওপর থেকে ভ্যাট ট্যাক্স প্রত্যাহারের মাধ্যমে তিনি কম্পিউটার প্রযুক্তি সাধারণের নাগালে পৌঁছে দেন। মোবাইল ফোনের মনোপলি ব্যবসা ভেঙে দিয়ে মোবাইল ফোন সাধারণের নাগালে পৌঁছানোর সুযোগ সৃষ্টি করেন বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। এসব যুগান্তকারী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি ও বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটির সহযোগিতামূলক ভূমিকার প্রশংসা করেন সাবেক বিসিএস সভাপতি মোস্তাফা জব্বার।

 বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ড. এম মোশাররফ হোসেন, বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক কে এম আফতাব-উল ইসলাম এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটির সেক্রেটারি জেনারেল আবদুর রহমান খান জিহাদ বক্তৃতা করেন।

#

শেফায়েত/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৮২৭

**ডিজিটাল অপরাধ মোকাবেলায় সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে**

 **-- মোস্তাফা জব্বার**

ঢাকা, ৪ আষাঢ় (১৮ জুন):

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ডিজিটাল অপরাধ বর্তমান সময়ের একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তিনি বলেন, এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারের পাশাপাশি প্রযুক্তিবিদ, অভিভাবক ও শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের সাইবার অপরাধ বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশনা উপলক্ষে আয়োজিত ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ডিজিটাল অপরাধ থেকে শিশুদের নিয়ন্ত্রণ করতে বাবা-মা, শিক্ষক-অভিভাবকদের প্যারেন্টাল গাইডেন্স সম্পর্কে ধারণা থাকার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, প্যারেন্টাল গাইডেন্স এর মাধ্যমে শিশুদের ডিজিটাল অপরাধের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। কিন্তু অভিভাবকদের এ সংক্রান্ত অজ্ঞতার কারণে এর প্রয়োগের হার খুবই কম। তিনি বলেন, কোভিড-১৯ পরিস্হিতিতে মোবাইল ছাড়া প্রাথমিক স্তরের একজন শিক্ষার্থীর পাঠগ্রহণ সম্ভব হচ্ছে না। শিশুটি অনলাইনে ক্লাস করা ছাড়া অনলাইনে কি করে, অভিভাকদেরই তা মনিটরিং করা দরকার। মন্ত্রী বলেন, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিল্পবিপ্লব অংশগ্রহণ না করেও আমরা কৃষিযুগ থেকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব যুগে প্রবেশ করেছি এবং এর নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জন করেছি।

 ২০০৮ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণার আগে আজকের এই বিস্ময়কর অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা ছিল না উল্লেখ করে মোস্তাফা জব্বার বলেন, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া ও ফ্রান্স সোস্যাল মিডিয়া এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সংক্রান্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করেছে।

 জনাব মোস্তাফা জব্বার ডিজিটাল অপরাধ দমনে পুলিশের ডিজিটাল অপরাধ টিমের দক্ষতার প্রশংসা করে বলেন, ডিজিটাল কানেক্টিভিটি সারা দেশে সম্প্রসারিত হওয়ায় এই অপরাধ কেবল শহরকেন্দ্রিক নয়, এটি সারা দেশে ছড়িয়ে গেছে। তৃণমূল পর্যন্ত পুলিশের ডিজিটাল ইউনিট গঠন করা সময়ের দাবি বলে তিনি উল্লেখ করেন।

 সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের সভাপতি কাজী মোস্তাফিজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সাংবাদিক মনির হাসান, ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরামের সেক্রেটারি আবদুল হক অনু প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

 #

শেফায়েত/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৯০০ ঘণ্টা

 তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮২৬

**কোভিড**-**১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৪ আষাঢ় (১৮ জুন) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২০ হাজার ৮৮২ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ৮৮৩ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৮ লাখ ৪৪ হাজার ৯৭০ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৪জন-সহ এ পর্যন্ত ১৩ হাজার ৩৯৯ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৭ লাখ ৭৮ হাজার ৪২১ জন।

#

দলিল/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৮২৫

**গলাচিপা লঞ্চঘাট বন্দর উপযোগী করে তোলা হবে**

 **-- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

গলাচিপা (পটুয়াখালী), ৪ আষাঢ় (১৮ জুন):

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, গলাচিপা লঞ্চঘাটে টার্মিনাল নির্মাণ করে সেটিকে নদীবন্দরের উপযোগী করে তোলা হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা, পানপট্টি, বদনাতলী, আউলিয়াপুর ও হাজিরহাট (দশমিনা) লঞ্চঘাট পরিদর্শনকালে একথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, দক্ষিণাঞ্চলের নদীবন্দর ও লঞ্চঘাটগুলোর উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়েছে। বিভিন্ন লঞ্চঘাটে পন্টুন গ্যাংওয়ে স্থাপন করা হয়েছে। বর্ষা মৌসুমে এ অঞ্চলে ঝুঁকি নিয়ে মানুষ নদী পার হয়। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সি-ট্রাক চালুর বিষয়টি সরকারের বিবেচনায় রয়েছে। তিনি বলেন, নদী ভাঙনের ফলে অনেক লঞ্চঘাটে পন্টুন ও গ্যাংওয়ে সরে গেছে। সেগুলো মেরামত করা হবে।

 সংসদ সদস্য এস এম শাহজাদা, বিআইডব্লিউটিএ’র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক, সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালন) মোঃ দেলোয়ার হোসেন, প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং) মোঃ আব্দুল মতিন এবং প্রধান প্রকৌশলী (পুর) মাঈদুল ইসলাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৭০০ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৮২৪**

**আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে কোভিড সংক্রান্ত গ্লোবাল কল টু অ্যাকশন প্রস্তাবনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ**

জেনেভা, (১৮ জুন)

 কোভিড মহামারির কারণে বিশ্ব শ্রম বাজারে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, তা থেকে দ্রুত উত্তরণে এবারের আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে একটি গ্লোবাল কল টু অ্যাকশন গৃহীত হয়েছে।

 প্রস্তাবনায় কোভিড মহামারিতে শ্রমিক শ্রেণী বিশেষত: স্বাস্থ্যকর্মীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি নিরসনে তাদের কোভিড টিকা ও ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) এর প্রাপ্যতা এবং যথাযথ বেতন ভাতার সুরক্ষা নিশ্চিত করার আহ্‌বান জানানো হয়। বিশ্ব শ্রম বাজার ও অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে পৃথিবীর সকল দেশের মানুষের জন্য সময়োচিত ও সাশ্রয়ী কোভিড টিকার ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্যতার প্রয়োজনীয়তা জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়। এছাড়া, কোভিড-১৯ এর প্রতিকূল প্রভাবে বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসমতা দূরীকরণ এবং শ্রম বাজারে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় রাষ্ট্রসমূহকে যথাযথ সহায়তা প্রদানে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাকে অধিকতর কার্যকরী ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হয়। মহামারিকালীন ক্ষতি কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে বিশেষত: নারী, বৃদ্ধ ও অভিবাসীদের জন্য বিশেষ কর্মপন্থা প্রণয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্প্রসারণের ওপর আলোকপাত করা হয়।

 প্রস্তাবনায় মহামারি পরবর্তী একটি টেকসই গণমুখী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এ গুরুত্বপূর্ণ দলিলটি শ্রম সম্মেলনের কোভিড সংক্রান্ত টেকনিক্যাল কমিটিতে চূড়ান্ত করা হয়।

 জেনেভায় বাংলাদেশ মিশনের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান উক্ত কমিটিতে সভাপতিত্ব করেন। উল্লেখ্য, একই সময়ে কমিটিতে বাংলাদেশ এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে এবং এ অঞ্চলের মহামারি সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান করে।

#

জুলফিকার/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২১/১৪৫০ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৮২৩**

**বাংলাদেশ এফএও** **এর সদস্য মনোনীত**

ঢাকা, ৪ আষাঢ় (১৮ জুন)

বাংলাদেশ এশিয়া রিজিয়ন থেকে ২০২২-২৪ মেয়াদে ৩ বছরের জন্য খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ এফএও’র ক্রিডেনশিয়াল কমিটিরও সদস্য মনোনীত হয়েছে। এফএও’র চলমান ৪২তম কনফারেন্সে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক এর নেতৃত্বে ৮ সদস্যের প্রতিনিধিদল ১৪-১৮ জুন অনুষ্ঠিত ভার্চুয়ালি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। ঢাকা থেকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের  সিনিয়র সচিব মো: মেসবাহুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব মো: রুহুল আমিন তালুকদারসহ সংশ্লিষ্টরা অংশগ্রহণ করেন। ইতালির রোম থেকে যুক্ত হন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শামীম আহসান ।

এর আগে সম্মেলনের ২য় দিন ১৫ জুন দুপুরের অধিবেশনে ঢাকা থেকে ভার্চুয়ালি কৃষিমন্ত্রী 'স্টেট অব ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারে (SOFA)’ বাংলাদশের অবস্থান তুলে ধরেন। একইদিন সন্ধ্যায় তিনি এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক অঞ্চলের (এপিআরসি) ৪৬ সদস্য দেশের পক্ষে যৌথ বিবৃতি প্রদান করেন।

'স্টেট অভ্ ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার' এ ভাষণে বাংলাদেশ খাদ্য ও কৃষিতে অত্যন্ত শক্ত অবস্থানে উল্লেখ করে কৃষিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির উন্নয়নে অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। ১৯৯৯-২০০০ সালে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে এবং বর্তমান সরকার তা ধরে রেখেছে। মাথাপিছু আয় ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে ও দারিদ্র্য হ্রাস পাচ্ছে, ফলে খাদ্যে মানুষের প্রবেশযোগ্যতা সহজতর হয়েছে। এছাড়া, বিগত দশকে অপুষ্টি দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস পেয়েছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, চলমান কোভিড-১৯ এর শুরুতেই  খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সরবরাহ অব্যাহত রাখা ও  দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য প্রতি  ইঞ্চি জমি চাষের আওতায় আনতে নানামুখী প্রণোদনা প্রদান করেন। এছাড়া, কৃষিখাতে করোনার প্রভাব মোকাবিলায় ৫ হাজার কোটি টাকার বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন। ফলে কোভিড পরিস্থিতি সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শিতা ও নির্দেশনায় দেশে কৃষির উৎপাদন ও খাদ্য সরবরাহের ধারা অব্যাহত থাকে এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

'জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে মানবসৃষ্ট দুর্যোগ ১১ লাখ রোহিঙ্গাও বাংলাদেশের  সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতি ও পরিবেশে বিরূপ প্রভাব ফেলছে' বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী।

এপিআরসি পক্ষ থেকে যৌথ বিবৃতিতে মন্ত্রী খাদ্য ও কৃষিতে কোভিডের প্রভাব মোকাবিলায় সমন্বিত কর্মসূচি নিয়ে এফএওকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, টেকসই ও পুষ্টিসম্মত খাদ্য ব্যবস্থা, ডিজিটাল উদ্ভাবন, জলবায়ুঘাতসহনশীল প্রযুক্তি, খাদ্য অপচয় হ্রাস ও নিরাপদ খাদ্যের ওপর গুরুত্ব দিয়ে এফএও’র সহযোগিতা আরো বৃদ্ধি করতে হবে।

এছাড়া, এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের পানি স্বল্পতা ও পানি সমস্যা নিরসনের জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির আহ্বান জানান মন্ত্রী। পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও বণ্টনের জন্য একটি ' উচ্চ পর্যায়ের সম্মিলিত প্ল্যাটফর্ম গঠনেরও প্রস্তাব করেন তিনি।

#

কামরুল/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২১/১৪৫০ ঘণ্টা

Handout Number : 2822

**Foreign Minister calls upon the UN to ensure affordable access**

**to COVID-19 vaccine for all.**

**New York, (18 June)**

Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen thanked the Secretary General Antonio Guterres for declaring the COVID-19 vaccine a public good and requested for UN’s initiatives to ensure that the vaccine becomes accessible to all. He said while having a bilateral meeting with the Secretary General at the UN Headquarters yesterday.

The Secretary General in response informed about his efforts during the recent G-7 summit where he particularly mentioned about Bangladesh’s capacity to produce vaccines. “The UN has a special relation with Bangladesh”, said the Secretary General. He praised Bangladesh’s strong leadership role in all areas of the UN’s activities, especially in peacekeeping, climate change and women empowerment.

Foreign Minister congratulated Secretary General on his re-appointment for second term and commended his leadership of the UN in his first term as Secretary General. The Foreign Minister also thanked him for his continued attention to the Rohingya issue. He said that SG’s personal intervention is now needed more than ever as the political situation in Myanmar had deteriorated. The Foreign Minister also stated that it is frustrating that many influential countries have enhanced their economic and business relations with Myanmar while publicly decrying the human rights violations there.

Referring to the humanitarian gesture of Prime Minister Sheikh Hasina in providing shelter to the Rohingya, the Secretary General thanked Bangladesh for hosting the displaced Rohingya minorities from Myanmar. “The world will not forget Bangladesh’s generosity in hosting the largest refugee camps of the world”, the Secretary General added. The Foreign Minister also briefed the SG about the facilities in Bhashan Char and stressed the importance of UN’s operations there.

The Foreign Minister said that although Bangladesh is on track towards SDG implementation, there are concerns about the impacts of COVID-19 pandemic, especially in securing financing for the SDGs. The Foreign Minister also called for continued support measures for graduating countries.

Ambassador Rabab Fatima accompanied the Foreign Minister in the meeting.

#

Zulfikar/Rezzakul/Masum/2021/1040 Our

**তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৮২১**

**বঙ্গবন্ধুর ‘কারাগারের রোজনামচা’-এর**

**ফরাসি সংস্করণ ‘Journal de Prison’****এর মোড়ক উন্মোচন**

প্যারিস, (১৮ জুন)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে প্যারিসে অবস্থিত  বাংলাদেশ দূতাবাসে  বঙ্গবন্ধুর ‘কারাগারের রোজনামচা-এর ফরাসি সংস্করণ ‘Journal de Prison’ এর নিউইয়র্ক থেকে অনলাইনে মোড়ক উন্মোচন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফরাসি লেখক, দার্শনিক ও চলচ্চিত্রকার Bernard-Henri Lévy। বিশেষ বক্তা হিসেবে ঢাকা থেকে অংশগ্রহণ করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটির মুখ্য সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি মফিদুল হক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এ গ্রন্থের অনুবাদক Professor Phillipe Benoit এবং প্রকাশক সংস্থা Slatkin & Cie -এর প্রতিনিধি  Bertrand Favreul.

  অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন বলেন, বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের ১৩ বছর পাকিস্তানের কারাগারে কাটিয়েছেন, পরিবার পরিজনকে ছেড়ে কারাগারে অন্তরীণ জীবন যাপন করেছেন । বঙ্গবন্ধু বিশ্ব সচেতনতা তৈরিতে এক সোচ্চার কণ্ঠস্বর। টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় বাংলায় প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষায় বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠা অনিবার্য। শান্তির যে বার্তা তিনি প্রচার করে গেছেন সেটাই বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির মূলমন্ত্র- সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে বৈরিতা নয়। বঙ্গবন্ধু আজ আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তাঁর জীবনাদর্শন আমাদের অনুপ্রেরণার প্রধান উৎস।  বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ জাতিসংঘের সকল ভাষায় অনুবাদ, বঙ্গবন্ধুর নামে ইউনেস্কোতে সৃজনশীল অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক পুরষ্কার প্রবর্তন নিঃসন্দেহে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে বিশেষ অবদান রাখবে।

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, মুজিববর্ষে কারাগারের রোজনামচা ফরাসি অনুবাদকৃত গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতিয়াজ হোসেন বলেন, বঙ্গবন্ধুর কারাগারের রোজনামচা-বইটি বঙ্গবন্ধুর পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি জীবনের দিনলিপি। যে নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন তা বিধৃত হয়েছে এ গ্রন্থে। রাষ্ট্রদূত আশা ব্যক্ত করেন বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শ, তাঁর জীবন দর্শন সারা বিশ্বের ফরাসি ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দিতে এ বইটির অনুবাদ বিশেষ অবদান রাখবে।

#

ফয়সাল/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২১/১২১৭ ঘণ্টা

Handout Number : 2820

**Foreign Minister calls for incentives-based graduation package for the sustainable and irreversible graduation of the LDCs**

**New York, (18 June)**

Foreign Minister Dr. A.K. Abdul Momen called for an incentives-based and long-term graduation package for the graduating and graduated countries from LDCs as they are at a high risk of sliding back—both due to the COVID-19 impacts and the loss of LDC specific support measures on yesterday. He was speaking as a keynote speaker at a high-level virtual event on ‘Building Resilience for Sustainable and Irreversible Graduation of the LDCs’ hosted by the Permanent Mission of Bangladesh in collaboration with the Permanent Mission of Canada and the United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States (OHRLLS).

The Minister of Foreign Affairs of Malwai and the Chair of the Global coordination bureau of the LDCs Eisenhower Mkaka also delivered a keynote speech at the event. Among the other high-level speakers were UNDP Administrator Achim Steiner, Under-Secretary-General of UNDESA Liu Zhenmin and Under-Secretary-General and High Representative of OHRLLS Fekitamoeloa Katoa ‘Utoikamanu.

Bangladesh Permanent Representative Ambassador Rabab Fatima made opening remarks while the Canadian Permanent Representative Ambassador Robert Rae made closing remarks in the event. They are the Co-chairs of the Preparatory Committee of the 5th UN conference on LDCs.

Identifying political vision as the key to a LDC’s development trajectory towards graduation, he said that Prime Minister Sheikh Hasina led Bangladesh’s graduation journey from the front. The recommendation by the UN Committee for Development Policy for graduation of Bangladesh was a momentous occasion for the entire nation. It coincided with the 50th anniversary of Bangladesh’s independence and the birthcentenary of the Father of the Nation. Bangladesh’s graduation was built on the vision of Prime Minister Sheikh Hasina to transform Bangladesh into a middle-income country by 2021 and a developed country by 2041. The Digital Bangladesh revolution also paved the way to accelerate Bangladesh’s progress.

 Highlighting the multidimensional challenges faced by the graduating and graduated countries, Foreign Minister identified access to safe and affordable COVID-19 vaccines as the top priority for the LDCs now. He said that the most effective solution of this issuewill be to utilize TRIPs’ waiver to transfer technology and know-hows to LDCs that have production capacities for vaccines. He urged upon the development partners and vaccines manufacturers to extend support in this regard.

Foreign Minister Momen said that most of the LDCs have limited fiscal buffer and absence of ex-ante insurance schemes against shocks, which make their graduation trajectory highly challenging. He underlined the importance of adequate financing and resources as critical means for LDCs to keep pace with graduation expectation. In this regard, he emphasized that LDCs need enhanced financing support to mitigate critical deficits in physical and institutional infrastructure and capacity building.

#

Zulfikar/Rezakul/Masum/2021/1040 Hrs.